জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 22nd Oct. 1958 | ২৩শ সংখ্যা

৩০শে আশ্বিন ১৮৮০ শকাব্দ

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

মনোমত

সুন্দর, সস্তা আর মজবুত

জিনিষ যদি চান তা হ'লে

আরতির

"রাণী রাসমণি"

শাড়ী ও ধুতি কিনুন।

কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।

আরতি কটন মিলস্ লিঃ

দাশনগর, হাওড়া।

দূরের মানুষ কাছে হয়

ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ থানার উত্তরে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

মা এসেছিলেন

—•—

মা জগদম্বা অত্যাচারী অসুরগণের মধ্যে দুর্দ্দমনীয় প্রবল পরাক্রান্ত মহিষাসুরকে বধ করিবার জন্য যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, বনবাসী রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য শরৎকালে মায়ের সেই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। শারদীয় মহাপূজার সময় ভক্তগণের মণ্ডপে মণ্ডপে মা দুর্গা ভাস্করগণ-নির্ম্মিত সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

কথিত আছে—রম্ভ নামক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিলোকবিজয়ী পুত্র-বর প্রার্থনা করায় মহাদেব তাহাকে সেই বর প্রদান করেন। শিব-বর-প্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিষাসুর অতীব দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। বিতাড়িত দেবগণ শম্ভু ও বিষ্ণুর নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে, মহিষাসুর সংহারের জন্য তাঁহাদের তেজ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হয়। মা ভগবতী দশভূজারূপে আবির্ভূতা হইলে ইন্দ্রাদি দেবগণ রণরঙ্গিণী মায়ের দশ হস্তে দশ প্রহরণ প্রদান করেন। মা মহাশক্তি সমস্ত দেবগণের প্রদত্ত অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অজেয় মহিষাসুরকে সংহার করেন। "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের রচয়িতা বাংলার ঋষিকল্প বঙ্কিমচন্দ্র মায়ের দশপ্রহরণধারিণী মূর্ত্তিরই ধ্যান করিয়াছিলেন।

আমরা আনন্দময়ীকে যার যেমন দশা তেমনি-ভাবে দর্শন ও সভক্তি প্রণাম করিলাম। আমাদের প্রাপ্য যে কি তাহার পরিমাণ আমরা জানিনা যে, দাবি করবো "মা চলে গেলি কই আমাদের পাওনা দিয়ে গেলি না?"

প্রত্যেক বৎসরই সামান্য আয়োজন করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে যাঁহারা মায়ের প্রতিমা পূজা করেন তাঁহারা কত রকমারী দ্রব্য পাইবার জন্য "দেহি দেহি" করেন, কিন্তু কই কত ভক্তের সাতপুরুষের চণ্ডীমণ্ডপে ফাট ধরিয়াছে, তাহাতে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া সর্পাদির বাসস্থান হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে মনে হয় মা "দেহি দেহি" শব্দে কর্ণপাতও করেন না। করিবেনই বা কেন? মায়ের আদর্শে যদি আমরা দিনপাত করিতে পারি তবে আমরা তাঁহার গৃহকর্ত্তা সদানন্দের মত সদানন্দে দিন যাপন করিতে পারি। সকল দেবতাই 'দেব' নামে খ্যাত আর শ্মশানবাসী ভিক্ষাজীবী শিব—মহাদেব। মা তোমার শিবকে বলে যদি তাঁর গাঁজা ভাঙ ইত্যাদি বাদ দিয়ে দারিদ্র্যের মধুরত্ব আমাদের দান করেন তবে আমরা কৃতার্থ হই মা। তাঁর মত আশুতোষ হওয়া কিন্তু খুব কঠিন।

চুনো মাছ চালান

রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুর হইতে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে চুনো মাছ চন্দননগর, শ্রীরামপুর, রামপুরহাট, আসানসোল প্রভৃতি স্থানে চালান হইতেছে। এখানে বরফের কারখানা না থাকায় মাছে আইস-ক্রীম দিয়া প্যাক করিতেছে। চুনো মাছ ইতিপূর্ব্বে কখনও চালান হয় নাই।

লাইসেন্সের দরখাস্ত ফরম

মুর্শিদাবাদ জেলার পল্লীগ্রামের খাদ্যসামগ্রী বিক্রেতাগণকে লাইসেন্স করিবার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের অনুমোদিত ফরমে দরখাস্ত করিতে হইবে। জেলা বোর্ড প্রত্যেকখানি ফরমের মূল্য দুই আনা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। ফরম প্রত্যেক থানা স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের অফিসে পাওয়া যাইবার কথা কিন্তু সেখানে প্রয়োজনমত ফরম না থাকায় অনেকেই ফরমের জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। দাম দিয়াও লোকে ফরম পাইতেছে না। আশা করি জেলা বোর্ডের হেল্‌থ অফিসার মহাশয় এ বিষয়ে বিহিত ব্যবস্থা করিবেন।

ভিখারীর বিজয়ার গান

—•—

মা জগদম্বা তাঁহার পিত্রালয় গিরিরাজ হিমালয় ভবনে মাত্র তিন দিন থাকিয়া শিবের সহিত কৈলাসে গমন করিলে জননী মেনকা তিন দিনকে স্বপ্ন বলিয়া স্বামীর নিকট বিলাপ করিতেছেন। পূর্ব্বে ভিক্ষুক এক মুষ্টি তণ্ডুল বা একটি পয়সার বিনিময়ে রাণীর খেদ বেহালা বাজাইয়া গান করিত।

গান

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
যেন স্বপ্নে দেখা দিয়ে
চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী
কোথা লুকাইল।
কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাইল।

—•—

দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া হলো না মহামায়ার
দেখ দেখি গিরি, কি দোষ আমার
পিতৃ দোষে মা মোর, পাষাণী হ'ল।

"মহৎ কাজের প্রচেষ্টা থেকেও
আনন্দ ও সুখ উৎসারিত হয়"
~ জহরলাল নেহেরু

আনন্দের উৎস

জেলা মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সার্টিফিকেট আদালত

নিলামের দিন ৬ই নভেম্বর ১৯৫৮

৪নং ৫৮-৫৯ সার্টিজারী সার্টিধারী তনশুকদাস শেঠি সার্টিখাতক জবেদালি বিশ্বাস সাং খানাবাড়ী দাবি ৭৯ টাকা ৫৩ নঃ পঃ থানা সুতী মৌজে হিলোড়া ও কালীনগর ৭-৭৩ শতকের কাত ৪৮৷৵০ মধ্যে ১/৬ অংশ আঃ ১০৲ মৌজে কালীনগর খং ১৭৩ ও মৌজে হিলোড়া খং ৮৫ ২নং লাট থানা ঐ মৌজে হিলোড়া ২-৪৩ শতকের কাত ১০৷৵৬ তন্মধ্যে ৮৫ শতকের কাত পড়তা মত ৩৷০ আঃ ৪০৲ খং ২২৭০

কাঞ্চনতলা হরিসভার তৃতীয় বার্ষিক শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার

আয় ব্যয়ের হিসাব (১৩৬৪ সাল)

জমা—

মোট চাঁদা আদায়—৩৫৭৷৵০

উদ্বৃত্ত জিনিষ বিক্রয়—৬৷৷০

৩৬৪৵০

১৩৬২ সালের উদ্বৃত্ত মোজুদ তহবিল—৬২৷৵১৫

১৩৬৩ সালের উদ্বৃত্ত মোজুদ তহবিল—১৮৮৵১৫

৪৪৫৷৵১০

খরচ—

প্রতিমা—	৯০৲
আনুসঙ্গিক—	৯৷১০
মণ্ডপ নির্ম্মাণ—	২৮৵০
ঢাক বাদ্য—	৩০৷০
নিরঞ্জন খরচ—	২৫৷৷০
নরসুন্দর পরিচারক খরচ—	১৫৲
পূজার দক্ষিণা—	৩৭৲
নিমন্ত্রণ পত্র—	৩৷০
প্রসাদ বিতরণ—	৩১৵০
পূজার উপকরণাদি ও আনুসঙ্গিক—	১৪৬৮৵০
চাঁদোয়া তৈয়ারী—	৩২৷৵০

৪৩০৵১০

বাদ খরচ—৪৩০৵১০

মজুত—১৫৷৵০

শ্রীযামিনীমোহন দাশ, সম্পাদক

শ্রীবিভূতিভূষণ দাশ, এম-এ, বি-এল, সভাপতি পূজাকমিটি

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামুল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা'ঠাকুর)

জুলুম ক'রে চাঁদা নিয়ে ফূর্ত্তি করে যারা,
বাইরে দেখায় কপট ভক্তি সব বুঝে মা-তারা।

ঘর নাই বাড়ী নাই, বৃক্ষতলে আসি
দীন ভিকারী করছে পূজা নয়ন জলে ভাসি,

পূজা সাঙ্গ ক'রে যখন দিল পূর্ণাহুতি
সদয় হ'য়ে উদয় তথা হলেন ভগবতী,

বলে-বাছা ! ভক্ত তুমি, তোমার পূজাই ঠিক
জুলুমবাজের জাঁক জমকে ধিক শত ধিক।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৪

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৷০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত